তিস্তার ভয়াবহ ঢলে প্লাবিত উত্তরাঞ্চল, নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটছে মানুষ

সংগৃহীত ছবি

রাতের প্রবল ঢলে তিস্তার দুই তীরের বিস্তীর্ণ এলাকা তলিয়ে গেছে। ভারতের গাজলডোবা ব্যারাজের গেট খুলে দেওয়া ও উজানের ভারি বৃষ্টিপাতে তিস্তার পানি বিপৎসীমা অতিক্রম করেছে। প্রশাসন রেড অ্যালার্ট জারি করে মানুষকে আশ্রয়কেন্দ্রে সরিয়ে নিচ্ছে।

রবিবার (৫ অক্টোবর) মধ্যরাত থেকে হঠাৎ বেড়ে যাওয়া তিস্তার পানিতে লালমনিরহাট, নীলফামারি, রংপুর ও কুড়িগ্রামের নিম্নাঞ্চল তলিয়ে গেছে। রাতেই চর ও গ্রামীণ জনপদের শত শত ঘরবাড়িতে কোমর পর্যন্ত পানি উঠে গেছে। আতঙ্কিত মানুষজন শিশু-বৃদ্ধদের নিয়ে আশ্রয়কেন্দ্র ও উঁচু স্থানে ছুটছে। অনেক এলাকায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, ডুবে গেছে ফসল ও মাছের ঘের।

ভারতের গাজলডোবা ব্যারাজের সবগুলো গেট খুলে দেওয়া এবং উজানে ভারি বৃষ্টির কারণে তিস্তার ডালিয়া ব্যারেজ পয়েন্টে পানি বিপৎসীমার অনেক ওপরে প্রবাহিত হচ্ছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে, ব্যারেজের ৪৪টি জলকপাট খুলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না। ফ্লাড বাইপাসের ওপর দিয়ে পানি বইছে, যেকোনো সময় সেটি ভেঙে যেতে পারে।

পাউবো'র উত্তরাঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আহসান হাবিব জানান, "উজানে পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমে অতি ভারী বৃষ্টির কারণে তিস্তার পানি দ্রুত বেড়েছে। ডালিয়া ব্যারেজের সব জলকপাট খোলা, তবুও পানি কমছে না।" তিনি আরও বলেন, "তিস্তার পাশাপাশি ব্রহ্মপুত্র, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানিও বিপৎসীমা অতিক্রম করেছে।"

আবহাওয়া অফিসের তথ্যে জানা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিংয়ে ২৬১ মিলিমিটার, কোচবিহারে ১৯০ মিলিমিটার, জলপাইগুড়িতে ১৭২ মিলিমিটার এবং গ্যাংটকে ৮৮ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পঞ্চগড়ে ১১৮ মিলিমিটার, ডালিয়ায় ৮৫ মিলিমিটার ও কুড়িগ্রামের পাটেশ্বরীতে ৭৬ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড হয়েছে।

রংপুর আবহাওয়া অফিসের ইনচার্জ মোস্তাফিজার রহমান জানান, "আগামী ২৪ ঘণ্টায় উজান ও রংপুর বিভাগে ভারি থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে।"

বিভাগীয় কমিশনার শহিদুল ইসলাম বলেন, "তিস্তার পানি বিপৎসীমা অতিক্রম করায় জেলা প্রশাসন মাইকিং করে মানুষকে সতর্ক করছে। পানিবন্দি মানুষদের আশ্রয়কেন্দ্রে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।"

পরিস্থিতি মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিস্তা অববাহিকায় জারি করা হয়েছে রেড অ্যালার্ট, যাতে যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি দ্রুত সামাল দেওয়া যায়।